তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি ২য় পর্যায়

২০১৩ সালের এপ্রিলে রানা প্লাজা ধ্বসের ঘটনাটি বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে কর্মনিরাপত্তা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে তুলে ধরে। এমন একটি সংকটাপন্ন মুহূর্তে ঐ বছরই সেপ্টেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) তার পোশাক শিল্পে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন, বা আরএমজি কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসে।

কর্মসূচির প্রথম ধাপ ২০১৭ সালের জুন মাসে সমাপ্ত হয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতিও সাধিত হয়েছে। পোশাক শিল্পে কর্মপরিবেশ উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতে কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয় জুলাই ২০১৭তে যা জুন ২০২৩ পর্যন্ত চলবে।

আরএমজি কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ের অর্জন

আরএমজি কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ের অর্জনগুলোর উপর ভিত্তি করে এর দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম সাজানো হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহের মধ্যে রয়েছে ১৫৪৯টি গার্মেন্টস কারখানার কাঠামোগত, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন; কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি; ৮০০,০০০ এর অধিক পোশাক শ্রমিককে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান; রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় উদ্ধারকৃত ৩০০ জনকে মনোসামাজিক ও জীবিকা সহায়তা দেওয়া; এবং বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশের কার্যক্রম শুরু করা।

কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ের পদক্ষেপগুলো সর্ম্পকে আরো তথ্য এখানে পাবেন: **https://bit.ly/2vMLkLg**

বাংলাদেশ কিভাবে উপকৃত হবে?

আইএলও আরএমজি কর্মসূচিটি বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য একটি নিরাপদ কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতে সচেষ্ট। এই কর্মসূচির মাধ্যমে শিল্প নিরাপত্তা নিশ্চিতে নিয়োজিত জাতীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এর ফলে সকল শিল্প খাতের কর্মীরা উপকৃত হবেন।

কর্মসূচির অংশীদার

বাংলাদেশ সরকার, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর সহায়তায় এবং কানাডা, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাজ্যের অর্থায়নে আইএলও তার আরএমজি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

- যোগাযোগ
- তথ্য
- প্রকাশনা

dhaka@ilo.org
facebook @ilobangladesh
www.ilo.org/bangladesh
twitter @ilobangladesh
YouTube ILO TV Bangladesh

চারটি কৌশলগত উদ্দেশ্য

১ সংস্কারকাজের মাধ্যমে কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় উদ্যোগের আওতায় পোশাক কারখানাগুলোতে সংস্কারকাজ তদারকি করতে মে ২০১৭তে একটি সংস্কারকাজ সমন্বয় কেন্দ্র তথা রেমিডিয়েশন কোঅর্ডিনেশন সেল (আরসিসি) প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে আইএলও আরএমজি কর্মসূচি।

কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দ্বারা জাতীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পেশাদার অগ্নি নির্বাপকদের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রশিক্ষণের প্রবর্তন করা হবে।

এছাড়াও কারখানা মালিকদের সংস্কারকাজের সম্ভাব্য আর্থিক উৎস সম্পর্কে সচেতন করা হবে। শিল্প নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট ভালো উদাহরণগুলো তুলে ধরতে মালিক, শ্রমিক এবং শিক্ষাবিদদের সাথে 'মডেল ফ্যাক্টরি' বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

২ পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য (অশ)

কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ে নীতিগত এবং কার্যকরভাবে পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্যের মানোন্নয়নের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। জাতীয় পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য সম্পৃক্ত বিধি ও নীতিমালাসমূহ এবং এতে অন্তর্ভুক্ত জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা করা হবে। এছাড়াও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকার, মালিক পক্ষ এবং ট্রেড ইউনিয়নকে সহায়তা দেওয়া হবে।

৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠা

ভবন ও অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত জাতীয় নীতিমালাগুলো বিশ্লেষণ এবং প্রয়োজনে এর পুন:পরিক্ষা ও সংশোধনের সুপারিশ করা হবে এই কর্মসূচির মাধ্যমে।

শ্রম অধিদপ্তরের কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা ও সুশাসন বৃদ্ধি করতে এই প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা উন্নয়নে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এছাড়াও কারখানার লাইসেন্স এবং নিবন্ধন ত্বরান্বিত করতে একটি ওয়ান-স্টপ-শপ প্রতিষ্ঠা করা হবে যা সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের উপর নির্ভর করে পরিচালিত হবে।

৪ বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশ

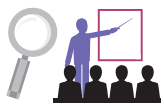

বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশের মূল কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে এবং এটি পোশাক খাতে একটি কমপ্লায়েন্স মডেল হিসেবে কাজ করবে।

বেটার ওয়ার্ক এর প্রধান কাজ হবে পোশাক খাতে টেকসই ও কারখানা মালিক কর্তৃক উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে পরামর্শ, মূল্যায়ন ও প্রশিক্ষণ সেবা প্রদান।

কর্মক্ষেত্রে নারী কর্মীদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে তাদের কণ্ঠস্বর ও প্রতিনিধিত্ব, নেতৃত্ব, মজুরিপ্রাপ্ত ও সেবামূলক কাজ এবং বৈষম্যর উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

জেন্ডার সমতা

আইএলও আরএমজি কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ে জেন্ডারকে মূলধারাকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন বিধি ও নীতিমালাগুলোকে আরো জেন্ডার সংবেদনশীল করা এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো ও পোশাক কারখানার সকল পর্যায়ে নারীর কণ্ঠস্বর ও প্রতিনিধিত্ব, তাদের মাতৃত্বকালীন অধিকার এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। এছাড়াও জেন্ডার সমতা বিষয়ে শ্রম অধিদপ্তর এবং শ্রমিক ও মালিক সংগঠনগুলোর সচেতনতা বাড়ানো হবে।

সহযোগিতায়:

Canada

Kingdom of the Netherlands

UKaid
from the British people